ইত্তেফাক

26 MAR 2009

বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে ঢাবিতে

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এক সময় বিদেশী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পদভারে মুখরিত থাকতো। অনেক বিদেশী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গর্ববোধ করতেন; কিন্তু বর্তমান চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। নামেমাত্র বিদেশী শিক্ষার্থীরা এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। কারণ হিসাবে বিরূপ পরিবেশ এবং শিক্ষার মানের নিম্নমুখিতার কথা বলেছেন সংশ্লিষ্টরা; আবার অনেকে বিদেশী শিক্ষার্থী কমার জন্য বাংলা ভাষায় পাঠদান ও প্রযুক্তিবিমুখ শিক্ষা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এক সময়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও চীন, ইরাক, মালয়েশিয়া, ইরান, জাপান, সোমালিয়া, গ্রাস, কানাডা, আমেরিকা, সৌদি আরবসহ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করতে আসতো। বর্তমানে সেসব দেশ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীর পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস এবং বিদেশী ছাত্র ভর্তি শাখায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

বিদেশী শিক্ষার্থীর

(প্রথম পৃঃ পর)

নেপাল, তুর্কি, ফিলিস্তিন ও ইরানের গুটিকয়েক ছাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। আগে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সেসব দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতিসংঘের শিক্ষা বিভাগের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসতো। বর্তমানে সেসব দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে। জাতিসংঘ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও তারা আর পাচ্ছে না। এছাড়া এদেশে আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি সেশনজটের সৃষ্টি করেছে।

এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টিউশন ফি অধিক। টিউশন ফি'র ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সার্কভুক্ত দেশের একজন ছাত্রের কাছ থেকে প্রতি বছর টিউশন ফি নেয়া হয় ৫০০ মার্কিন ডলার এবং অন্য দেশের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া হয় ১ হাজার ২০০ ডলার। এ হিসাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন শেষ করতে বাংলাদেশের ৮ থেকে ১০ লাখ টাকার প্রয়োজন হয়। যা দিয়ে বাংলা দেশের চেয়ে ভাল সুযোগ সুবিধাসহ অন্য কোন দেশে সহজেই পড়ালেখা করা সম্ভব। এছাড়া সেশনজটের কারণে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করতে পাঁচ বছরের জায়গায় ৭/৮ বছর চলে যাওয়ার বিষয়টিতো রয়েছেই।

প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৪-৯৫ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৪২ জন, ১৯৯৫-৯৬ সেশনেও ৪২, ১৯৯৬-৯৭ সেশনে ৪৬, ১৯৯৭-৯৮ সেশনে ৪২, ১৯৯৮-৯৯ সেশনে ২৭, ১৯৯৯-২০০০ সেশনে ২৫, ২০০০-২০০১ সেশনে ২৪, ২০০১-২০০২ সেশনে ২২, ২০০২-২০০৩ সেশনে ১১ এবং ২০০৩-২০০৪ সেশনে ৯ জন। ২০০৪-২০০৫ সেশনে মাত্র ৫ জন, ২০০৫-২০০৬ সেশনে ৮, ২০০৬-২০০৭ সেশনে ৯ এবং ২০০৭-২০০৮ সেশনে ১ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছে। সর্বশেষ চলতি ২০০৮-২০০৯ সেশনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফিলিস্তিনের মি. সাদ মিহান আল আত্তাল এবং অর্থনীতিতে নেপালের সরোজ কুমার ইয়াদ নামের দুই ছাত্র ভর্তি হয়েছে। প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের আকৃষ্ট করার মতো আন্তর্জাতিক মানের কোন প্রসপেক্টাস নেই। ওয়েব সাইট খুললে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ওয়েব সাইটে ভর্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তুর্কী থেকে আসা ইংরেজী-বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী এমি আরশার জানান, ক্লাসে শিক্ষকরা ইংরেজী, বাংলা দুটোই বলেন। বাংলা রপ্ত করায় এখন সমস্যা হয় না। তবে নতুন ছাত্রদের প্রথমে সমস্যায় পড়তে হয় বলে তিনি জানান।

দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থী কমার জন্য দেশের দুই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আগের মতো পরিবেশ নেই। বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার অভাব, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা থাকার কারণে বিদেশী শিক্ষার্থীদের আগমন কমে যাচ্ছে। এছাড়া সেশনজট ও শিক্ষার নিম্নমুখী মানও বিদ্যমান।

এমিরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমছে। কারণ আমাদের দেশের তুলনায় সংশ্লিষ্ট দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন হচ্ছে, দ্বিতীয়ত, বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি জরুরি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজী দুটো মাধ্যম ব্যবহার হয়। যা বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যার কারণ। তিনি বলেন, আবাসিক সমস্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃংখল পরিস্থিতিও বিদেশী শিক্ষার্থীদের আগমন ক্রমেই হ্রাস করছে। তবে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র অফিস দরকার বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক হারুন অর রশীদ। তিনি বলেন, বিদেশীদের আকর্ষণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েব সাইটকে আরো আধুনিকায়ন করে তথ্য পূর্ণাঙ্গ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশীদের জন্য কিভাবে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় এজন্য শীঘ্রই ইউনিভার্সিটি সাইন্স মালয়েশিয়ার প্রোভিসি আসমা ইসমাইলসহ ৪ জনের একটি প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। এভাবে বিদেশীদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করলে তারা পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আগের তুলনায় বর্তমানে বাইরের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক উন্নত বিধায় বিদেশী শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে। তাছাড়া বিদেশী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আমরা ভালো সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি না। আবাসন ব্যবস্থা, সেশনজট এসব কারণেও হয়তো তাদের সংখ্যা কমতে পারে। এছাড়াও বিদেশীদের ক্ষেত্রে ও দেশের সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা একটু সহজ করতে পারলে ভর্তির সংখ্যা বাড়বে।